তারিখ ·· 08·APR·2016 ···
পৃষ্ঠা ··· 2 ··· কলাম ····· 6 ···

সমকাল

বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ছাড়েন শিক্ষার্থীরা ■ সমকাল

চুয়েটে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ

শিক্ষার্থীদের হল ছাড়ার নির্দেশ

■ চট্টগ্রাম ব্যুরো, চুয়েট ও রাউজান প্রতিনিধি

পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) স্নাতক পর্যায়ের সব শিক্ষা কার্যক্রম (পরীক্ষাসহ) বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। স্নাতকোত্তর (মাস্টার্স) শিক্ষা কার্যক্রম চালু রেখে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের আন্দোলন থামাতে স্নাতক পর্যায়ের সব শিক্ষা কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে চুয়েট কর্তৃপক্ষ। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টার মধ্যে চারটি ছাত্র হল এবং শুক্রবার সকাল ১০টার মধ্যে একটি ছাত্রী হল খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিকেলেই ছাত্রদের হল ত্যাগ করে বাড়ি চলে যেতে দেখা গেছে।

শিক্ষার্থীরা সড়ক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী চালক গ্রেফতার, নগরী থেকে ক্যাম্পাস পর্যন্ত বিআরটিসি বাস চালু, ছয় নম্বর রুটের মিনিবাস মদুনাঘাট থেকে বাড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয় গেট পর্যন্ত করা, ছাত্র কল্যাণ পরিচালক আশুতোষ সাহার পদত্যাগ, কাপ্তাই রোডে তিন চাকার লেগুনা, অনিবন্ধিত অটোরিকশা চলাচল বন্ধ, স্পিডব্রেকার ও ট্রাফিক চেকপোস্ট স্থাপন, রাস্তার সম্প্রসারণ ও সংস্কার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৩

চুয়েটে স্নাতক

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

মেডিকেল সেন্টার স্থাপন ও অ্যাম্বুলেন্স রাখাসহ আট দফা দাবিতে চলমান আন্দোলনের ছয় দিনের মাথায় চুয়েট বন্ধের এ সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ।

এ প্রসঙ্গে চুয়েট ভিসি অধ্যাপক ড. জাহাঙ্গীর আলম সমকালকে বলেন, ছাত্রদের সব দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু শেষে এসে ছাত্ররা অযৌক্তিকভাবে ছাত্র কল্যাণ পরিচালকের পদত্যাগ দাবি করছে। তাই পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, তারা ১০ দিন ধরে ক্লাসে না গিয়ে রাস্তায় টায়ার জ্বালাচ্ছে। সারাদিন রাস্তায় বসে ঢোল বাজিয়ে গান-বাজনা করছে। তাই বাধ্য হয়েই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ বিভাগের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ ফজলুর রহমান জানান, গতকাল দুপুরে উপাচার্য মো. জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে চুয়েটের সব বিভাগীয় প্রধান ও হল প্রভোস্টদের নিয়ে এক জরুরি সভা হয়েছে। সে সভায় স্নাতক পর্যায়ের সব শিক্ষা কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়। তবে স্নাতকোত্তর, এমফিল, পিএইচডিসহ সব শিক্ষা কার্যক্রম চলমান থাকবে।

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের এ ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে গতকাল সন্ধ্যা ৭টায় চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলন করেছে আন্দোলনকারী সাধারণ শিক্ষার্থীরা। এর আগে চুয়েট বন্ধ ঘোষণার আগে শিক্ষার্থীরা সকাল ৯টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় গোল চত্বর এলাকায় মিছিল-সমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করে আসছিল।' এ সময় ক্যাম্পাসে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। তবে অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা ঘটেনি।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের নেতা অটল ভৌমিক বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে দাবি আদায়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। কোনো সহিংস ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আন্দোলন বানচাল করতে হল ও শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ২৯ মার্চ সড়ক দুর্ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপত্য বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মো. মোহাইমিনুল ইসলাম সিয়াম সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। এর পর আট দফা দাবি আদায়ে আন্দোলনে নামে শিক্ষার্থীরা। গত বুধবার রাউজান উপজেলার নোয়াপাড়া পথেরহাট এলাকায় অপর এক সড়ক দুর্ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার প্রকৌশল বিভাগের প্রভাষক শায়লা শারমিন, ফারজানা ইফু এবং নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী জারিন তাসনিম অর্পা আহত হন।